ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 798-804
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.291

নীলকমল ব্রহ্মের গল্পে জনজাতীয় উপাদান ও আবেগের প্রতিফলন

ড. রাজীব কুমার সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়, কোকরাঝার, অসম, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Neelkamal Brahma is one of the pioneer writers of Bodo language and Bodo literature. Just as Bengali spoken language literature was liberated from inertia at the hands of Rabindra-Sharath-Bibhuti, be it in language or in thought, similarly, Neelkamal Brahma has paved the way for simplicity in Bodo language and literature through Bodo short stories.

No one can present simple language and content to the reader better than Neelkamal Brahma. Despite that, it can be said that the pen of this storyteller contains Bodo national thoughts, the words of the hearts of ordinary Bodo people, the needs of the hardworking Bodo people, hopes and aspirations, happiness and sorrow, laughter and tears, etc. The tribal originality, elements and emotions of the Bodo nation and culture naturally emerge in his stories. Along with this, national struggles and conflicts also find a place in his stories as documents of the time. In this article, we have taken Neelkamal Brahma's two books, Silinghar and Sakhandra, as the main texts.

Keywords: Values, struggle, national thought, originality

নীলকমল ব্রহ্ম (১৯৪৪-১৯৯৮) বড়ো ভাষা তথা বড়ো কথা-সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা কথা সাহিত্য যেভাবে রবীন্দ্র-শরৎ-বিভূতি প্রভৃতির হাতে জড়তা থেকে মুক্তি লাভ করে তা ভাষাই হোক অথবা ভাবই হোক, তেমনি বড়ো ছোটগল্পের মাধ্যমে নীলকমল ব্রহ্ম বড়ো ভাষা তথা সাহিত্যের সরলতার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

সহজ-সরল ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তুকে কীভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যায় তা নীলকমল ব্রহ্মের চাইতে আর কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। তার পরও বলা যায় এই গল্পকারের কলমে স্থান পেয়েছে বড়ো জাতীয় ভাবনা, সাধারণ বড়ো মানুষের হৃদয়ের কথা, খেটে খাওয়া বড়ো মানুষদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি।

গল্পগুলির গঠনশৈলীও আধুনিক ধাচের। লেখক খুবই সুকৌশলে গল্পের প্লটকে সাজিয়ে তোলেন। সূচনা থেকেই গল্পগুলি আশ্চর্যরকম ভাবে কৌতুহলী পরিবেশ রচনা করে দেয় এবং শেষে অপ্রত্যাশিত চমক গল্পগুলিকে নতুন মাত্রা প্রদান করে। এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই যেন চক চক করে তার সমস্ত কিছুকে নিয়ে।

তাই পাঠক কখনই পাঠ থেকে উঠে যেতে চায় না। এধরণের গুণ একজন বাক সংযমী, উপযুক্ত এবং ঋদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যেই থাকা সম্ভব। আমাদের আলোচ্য বিষটি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা গল্পকারের সিলিংখার (১৯৮৪) ও সাখন্দ্রা (১৯৮৭) নামক বই দুটির গল্পগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

স্বল্প কালের জন্য জীবিত এই লেখক বড়ো সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা হয় না। প্রথমে জনজাতি শব্দটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া যাক। খুব সহজ ভাষায় বললে বলা যায় জনজাতি অর্থাৎ একই স্থানে বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে আদিকাল থেকে বসবাস করা গোষ্ঠীকেই জনজাতি বলে। এই জনজাতীয় সম্প্রদায়ের থাকে নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও রীতি নীতি। বহুকাল থেকে এই সংস্কার সংস্কৃতি ও রীতি নীতির ধারক ও বাহক নিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জাতি এগিয়ে চলে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ও অসমের ব্রহ্মপূত্র উপত্যক্কার উত্তর অংশের তিবেটো-বার্মা সম্প্রদায়ের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল বড়ো সম্প্রদায়। মাহাভারত কাল থেকেই যাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি বিদ্যমান। সেই বড়ো সম্প্রদায়ের রয়েছে ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্য তা আমরা সকলেই জ্ঞাত।

নীলকমল ব্রহ্মের ছোটগল্পগুলিতে বড়ো জাতির উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে। তবে উপাদান মানে কোন ধরণের উপাদান আমারা তাঁরই কিছু গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ট্রাইব্যাল বা জনজাতির সংস্কৃতি মধ্যে নিহিত থাকে প্রাকৃতিক উপাদান। মাটি, জল, জঙ্গলই এই উপাদানের মধ্যে পড়ে। নীলকমল ব্রহ্মের গল্পগুলি সহজ সরল ভাবভঙ্গিমা নিয়ে গঠিত আবার সহজ সরল হলেও সেখানে এই জনজাতীয় আবেগ ও উপাদান উপেক্ষিত হয়নি। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তাঁর সিলিংখার গ্রন্থের কয়েকটি গল্পকে বেছে নিয়েছি– আবো দুরমাও (দুরমাও দিদি), না বাথোন (মাছের চাটনি), হাওয়াসিনি বার (শীতল হাওয়া), বুলি (বলি), নের্সৌন (চিহ্ন) ইত্যাদি।

(ক)

সিলিংখার গল্প গ্রন্থের অন্যতম একটি গল্প হল 'আবো দুরমাও' অর্থাৎ দুরমাও দিদি, এই গল্পে রয়েছে তিন বছর পূর্বেকার এক স্মৃতি বিজরিত দুঃখের কাহিনি। বৈশাগু (বহাগ বিহু, পহেলা বৈশাখ, ইত্যাদি) বড়ো জাতীয় জীবনের পরম্পরার অবিচ্ছেদ্য অংগ। বৈশাগু মানে নতুন বছরের আগমন, এই আগমন নিয়ে আসে উৎসব, আনন্দ, উত্তেজনা ইত্যাদি। কিন্তু সকলের জীবনে আনন্দ আসলেও দুরমাও দিদির জীবনের অন্ধকার কিন্তু ঘোঁচে না। কারণ ড্রাইভার স্বামী একসময় তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার, তাই এই বারের বৈসাগু তার কাছে "সুনিসো দেগ্লায়নি বৈশাগুয়া।"[১] তিনটি শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য বেছে নেন মদ বিক্রী করার মতো পেশা। এছাড়া দিদির সংসারের খাওয়া-দাওয়ার খরচ মদের টাকা থেকেই আসে। নিজেকে বাদ দিয়ে দুরমাও দিদির সংসারে আরও তিনটি পেট রয়েছে। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে। তিনজনেই প্রইমারী স্কুলে পড়ে। তবে তার আক্ষেপ আছে। আক্ষেপ তার জীবনকে নিয়ে। এমন জীবন সে কখনই চায়নি। সমাজের কাছে সে নিজেকে দোষী বলে অনুভব করে। তবে তার চেয়ে দোষী আবার সমাজের বড়মাপের মানুষরাই, কেননা—

> "আবো দুরমাও নাথায় জৌ ফানগ্রা জানাংনায়নি থাখায় মাহারিনি গেদের-গৌরাফৌরখোসৌ দায়নিগিরি সানো। বুঙো—'বিসৌর বৈথালী হোন্নানৈ বুঙো, সমাজনি অনাগারি বুঙো, আংনি ফিসাফৌরনি মোদোমাও মুজুদলায়ো, নথায় গাওসোরনো হোরনি আন্দোআও আংনি জৌ লোফৈয়ো, আংনি নোআওনো জৌ দঙ না গৌয়া বেনি উদিস লাফৈয়ো'।"[২]

কারণ যারা তাকে সমাজ বিরূদ্ধ কাজ করা বলে ভাবে তারাই রাতের অন্ধকারে তার কাছে মদ খেতে আসে, তার ঘরে মদ আছে কি না তার খবর নিতে আসে।

এই গল্প থেকে যে উপাদান গুলি পাওয়া যায়—

(১) এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে বড়ো জাতির নারী সমাজের স্বাবলম্বীতার পরিচয়। দুরমাও দিদি কারও কাছে হাত পাতেনি। উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। হতে পারে তা সমাজের চোখে নীচু কাজ। কিন্তু দুরমাও দিদি তাও নিষ্ঠা ভাবেই পালন করেছে একমাত্র নিজের সন্তানদের লালন পালন করার স্বার্থে। এখানেই তিনি মহান।

(২) 'আবো দুরমাও' গল্পে খুবই নিঁখুত ভাবে গল্পকার সমাজে দু'মুখো চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছেন। একজন সত্যিকারের গল্পকারের বা লেখকের যা করণীয় তিনি তাই করেছেন। এখানেও তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেননি, যা তাঁকে একজন ঋদ্ধ সাহিত্যিকে পরিণত করে।

আবার বৈশাগুতে পাহাড় বেয়ে ওঠা ও তারপর বাউখুংগ্রী পাহাড়ের কাছে নিজের মনোষ্কামনা পুরণের প্রার্থনা করা একটি আদি পরম্পরা। এ ধরনের পরম্পরা অন্য কোন জাতির মধ্যে এখনও রয়েছে কিনা জানা যায় না। এর থেকেই প্রমাণ হয় বড়ো জাতির মধ্যে প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদান কীভাবে বিদ্যমান। জনজাতীয় উপাদান সংস্কার সংস্কৃতি ও পরম্পরায় যেমন রয়েছে তেমনি আবার রয়েছে খান পানের মধ্যেও। তাই 'অফ্রি গোসাইও' পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে গল্পের মধ্যে। এই 'অফ্রি গোসাই' (পারম্পরিক পদ্ধতিতে মদ তৈরী করার পর যে চাউলের গাদ থেকে যায় তাকেই বড়ো ভাষায় অফ্রি গোসাই বলে)-এর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন তা জনজাতীয় পরম্পরায় রয়েছে।

নীলকমল ব্রহ্ম বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। জীবন ও বাস্তবতাকে অপূর্ব ভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশন করেছেন। তাই দুরমাও দিদি সমাজের চোখে নীচু কাজ করলেও জীবন সংগ্রামের কাছে সে একজন পাকা যোদ্ধা যা বড়ো জাতির নারী সাবলম্বীতার প্রতীক স্বরূপ।

(খ)

'না বাথোন' মানে মাছের চাটনি। এই গল্পে রয়েছে জনজাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। কাহিনীটা তো দেখা যায় খেতে সামান্য জলে ধানের চারা বোনার সময় জলকেলি রত অবস্থায় হুংগা লাঠি দিয়ে ভেদা ও চ্যাং মাছকে বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলে। এতে বৌদি ভীষণ রাগ করে বলে-

> "আইয়ো আইয়ো ... ফাপীয়া..." 'মালায় রংজানায়খৌলায় মা নাংজাবায়নানৈ বুথার নাংগৌ জাখোসৈ! ফাপীসোহাই বি...!'[৩]

জলকেলি রত মাছ দুটিকে মেরে সে পাপ করেছে। সে দুটি মাছের ভর্তা চাটনি বানিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে খাবার সময় অম্বাই (ভাইয়ের শালী) সেটা খাওয়ার বায়না ধরলে হুংগা বর্ণনা করে--

> "বাথ্রায়া বেনো, না থোতায়া নাস্রাই নিসলা-গৌরি-থেংগোনা জায়যৌং মোনো বেজৌংনো বস্রাইজায়গ্রাখায় বেখো থোতাজাম্বী বুঙো। বেখায়নো বেবাদি না খো নোংসৌর জায়োব্লা নোং -সৌরবো জায়যৌং মোনো বিজোংনো বস্রাইজানো হাগো।..."[৪]

অর্থাৎ ভেদা মাছ, চ্যাং, চিংড়ি, গড়ে যাকে পায় তাকেই মিথ্যে মায়ার জ্বলে ফেলে ঠকায়; যাকে 'থোতা জাম্বি' (ভেদা বোকা) বলে। সেজন্য যদি তোমরা এমন মাছ খাও তাহলে তোমরাও মায়ার জালে পড়তে পারো।

এ ধরনের জনজাতীয় উপাদানের নানা রকম প্রতিচ্ছবি মেলে নীলকমল ব্রহ্মের গল্পে। যেখানে ছোট ছোট সংস্কার পরম্পরা প্রভৃতি হয়ে ওঠে জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বড়ো জাতিকে এই সংস্কারের সঙ্গেই দেখতে হবে।

(গ)

'বুলি', 'নেরসৌন' গল্প দুটির মধ্যে রয়েছে এই বিশাল জনজাতির আবেগের প্রতিফলন। নিজেদের সত্তা ও স্বকীয়তাকে কেউ ভুলতে চায় না। বড়ো জাতি তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এক দীর্ঘ সংগ্রাম করে এসেছে। সেই সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে জাতীয় আবেগ, অনুভূতি। 'বুলি' অর্থাৎ 'বলি' মানে যাকে কোন উদ্দেশ্যে সামনে পরিকল্পিত ভাবে রাখা হয় এবং যার উপর দিয়ে বিপদ গড়িয়ে যায় তাকেই বলির পাত্র বলে। গল্পকার এই গল্পে ১৬ নভেম্বর অর্থাৎ বড়ো সাহিত্যের পবিত্র দিন বলে বিবেচিত সেই দিনকে নিয়ে প্লটটি সাজিয়েছেন। (বড়ো থুনলাই সান)
গল্পে দেখা যায়—

'তিনদিন আগে থেকেই খোরোমদাওএর মন উৎফুল্লিত হয়ে আছে। সে স্কুলের ষোল নভেম্বরের পালন কমিটির সেক্রেটারী। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। খোরোমদাওএর কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতার লিখন লেখা শেষ হয়নি।

অনেক রাত পর্যন্ত খোরোমদাও লিখনটি লিখেছে। লিখতে লিখতেই কেরোসিনের তেল শেষ হয়েছে। ষোল নভেম্বরের নানা প্রকার কাজে খোরোমদাও জড়িত থাকার কারণে বাড়ির কোন কাজই করতে পারছিল না। রেশনের কন্ট্রোল থেকে রেশন আনতেও যেতে পারেনি। এই কারণে দিনে বিধবা মায়ের থেকে গালিও খেয়েছে।

পরের দিন সকালে তার মা তাকে রেশন কার্ড ও একটি ঝুলি দিয়ে কন্ট্রোলে পাঠিয়ে দেয়। সেই সময় খোরোমদাও রাতে যে লেখাটি শেষ করতে পারেনি সেটি শেষ করার জন্য মুখ না ধুয়েই মনোযোগ দিয়ে লিখতে বসেছিল। সময় বেশি ছিল না। আটটা বাজলেই স্কুলে যেতে হবে। আটটা থেকেই ষোল নভেম্বরের অনুষ্ঠান শুরু হবে।

রেশন আনতে না গেলেও ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। চাউল, কেরোসিন, সরষের তেল কিছুই নেই। একদিকে ষোল নভেম্বরের আয়োজনের সম্পাদক হওয়ায় স্কুলে সকলের থেকে আগে না পৌঁছালেও দায়। খোরোমদাও কী করবে কী না করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে লেখাটিকেও লিখে শেষ করতে পারেনি।

পরে খোরোমদাও একটি সিদ্ধান্তে আসে। আটটার সময় স্কুল কম্পাউণ্ডে পতাকা উত্তোলন করবে। রেশনের কন্ট্রোলও আটটার সময় খোলে। রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে রেশন পাওয়া পর্যন্ত থাকলে পতাকা উত্তোলনের সময় চলে যাবে। খোরোমদাও ভেবেছে যে— পতাকা উত্তোলনের সময় হাজির হয়ে রেশন নিতে যাবে। রেশন বাড়িতে রেখে স্কুলের ষোল নভেম্বরের অনুষ্ঠানে যাবে।

স্নান সেরে ষোল নভেম্বরের দিন পরার জন্য তিনদিন আগেই ধুয়ে রাখা প্যন্ট-শার্ট পরে খোরোমদাও স্কুলের জন্য বেরিয়ে আসে। হাতে ছিল রেশন আনার জন্য একটি ঝোলা।

খোরোমদাও স্কুলের কাছে পৌঁছেই ছিল। সেই সময় স্কুলের দিক থেকে কারও চিৎকার করার আওয়াজ কানে ভেসে আসে। কীসের হট্টগোল? কী হয়েছে? জানার জন্য খোরোমদাও একটু দ্রুত হেটে স্কুলের দিকে যেতেই দেখে তাদের স্কুলেরই কিছু অবোড়ো ছাত্র বোড়ো ছাত্রদের পতাকা ওঠাতে বাধা দেয়। এক সময় পতাকাটিকে অবড়ো (=হারসা, ধীরেশ্বর বরোনার্জির বরো-ইংলিশ-অসমীয়া অভিধান, নিলিমা প্রকাশনী, বরমা, আসাম) ছাত্ররা ছিনিয়ে মাটিতে পা দিয়ে নষ্ট করেছিল ও কিছু সময় পর যে যেভাবে পেরেছে এদিক-সেদিক দিয়ে পালিয়েছে।

কী হয়েছে সে খবর নেওয়ার পূর্বেই খোরোমদাও পতাকা কাড়াকাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। পতাকাকে সে ভিড়ের মাঝখানে উঠাতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সে কারও চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেরেছিল— 'C.R.P….C.R.P'।

চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে পতাকা নিয়ে জান-প্রাণ লাগিয়ে অন্য দিকে পালাচ্ছিল। কিন্তু সে বেশি দূর পর্যন্ত চলতে পারেনি। পালানোর সময়েই সে রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পায়—'গুরুম...গুরুম...!'

খোরোমদাও স্কুলের বারান্দার কাছে সম্পূর্ণ রূপে উপুর হয়ে পরে যায়। তার বুকের বাঁ দিক থেকে লাল গরম রক্ত বের হচ্ছিল। হাতের পতাকা ও ঝোলাটি হাতেই ছিল তবুও শক্ত করে সে হাতে ধরে রেখেছিল।' (উৎস-মূল গল্পের আনুবাদ অংশ, নীলকমল ব্রহ্মের 'সিলিংখার', বাংলা অনুবাদ, ড.রাজীব কুমার সাহা, এন. এল. পাব্লিশার, গুয়াহাটি, অসম)

এই আবেগঘন দিনটিকে কেন্দ্র করে দানা বাধে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। শেষে সেই দুর্ভাগ্যজনক অপ্রীতিকর পরিবেশে সিআরপির গুলিতে প্রাণ দিতে হয় খোরমদাওকে । সিআরপির গুলি বুকে নিয়ে সে ঢলে পড়ে মাটিতে কিন্তু হাত থেকে পতাকাটি পরে যায়নি। সেটি সে শক্ত করেই ধরে রেখেছিল। কারণ প্রাণ চলে গেলেও নিজের জাতি ও সাহিত্যের মানস্বরূপ পতাকাটিতে সে কখনোই পদদলিত হতে দিতে চায়নি।

আবার 'নের্সৌন' (চিহ্ন) গল্পের প্লটে ৫০০০ হাজার বছর পরের একটি কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্থ্রোপোলজি বিভাগের এক প্রফেসর বিদেশ থেকে এমন একটি মেশিন নিয়ে আসেন যার সাহায্যে কঙ্কাল বা হাড় দিয়ে ২২ শতকের বডোল্যান্ড নামে একটি রাজ্যের একজন পুরুষ ও মহিলার ছবিও তৈরি হয়। শুধু তাই নয় তাদের সঙ্গে তাদের সময়ের প্রচলিত ভাষায় কথা বলে বড়ো জাতির সংগ্রাম ও সমৃদ্ধতার কথা জানতে পারে। একটি সুইচ টিপতেই কীভাবে হাড়ের থেকে সকল তথ্য ও ইতিহাস লাভ কার সম্ভব তা সেখানে জমায়েত হওয়া ছাত্ররা আশ্চর্যের সঙ্গে দেখছিল। শুধু তাই নয় একটি সম্ভাবনাময় জাতি কীভাবে নিজেদের ভুল অপরিপক্ক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য ধ্বংস হয়ে যায় এই কাল্পনিক গল্পটি তার উদাহরণ।

আসলে লেখক নিজে বড়ো হয়ে বড়ো জাতির আবেগকে নিজের গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গল্পে যেভাবে প্রতীকিভাবে রাজনৈতিক দলের নেতার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে আধঃপতনে ছবি তুলে ধরেছেন তা নিছক প্লটের তাগিদে তৈরী করা হয়নি, বরং জাতীয় আবেগ ও জাতীয় জীবনকে আয়না দেখানোর জন্যই করেছেন-

> "টুয়েন্টিয়েথ আরো টুয়েন্টি ফার্স্ট সেন্চুরীআও বে ইণ্ডিয়ান পেনেনসুলায়াও গোবাং রাইজো, হাদর দংসোগারোমোন। বডোল্যান্ডনি থাখায় টুয়েন্টিয়েথ সেন্চুরীআওনো সোমাওসারনায়নি খৌরাং জৌং জারিমিনআও মোনো। জানোবৌ হাগৌ, বে রাইজোআও বড়ো এবা বড়ো মুংনি মনসে হারি থায়োমোন।" [৫]

(বিংশ ও একবিংশ সেন্চুরীতে এই ইন্ডিয়ান পেনিনসুলায় বহু রাজ্য ও দেশ ছিল। বডোল্যান্ডের জন্য বিংশ শতকের আন্দোলনের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায়। সম্ভবত, সেই রাজ্যে বড়ো ও বড়ো নামের একটি জনজাতির বসবাস ছিল।)

ফিললোজির প্রফেসরের মুখ থেকে বের হওয়া এই আক্ষেপবাণী ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসরের উক্তির মধ্যে লেখকের প্রত্যাশিত আবেগই প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পটির পটভূমি কল্পনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। কিন্তু কল্পনা হলেও এই গল্প আমাদের মনের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে ও পাশাপাশি 'বড়োল্যান্ড রাজ্য' গঠনের যে স্বপ্ন বড়ো জাতির জনমানসের মধ্যে বিদ্যমান তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই আবেগঘন প্লট আসলে নিছক কোন কাহিনি নয়, এখানে ফুটে ওঠে তাদের জাতীয় সত্তা ও সাংস্কৃতিক উপাদান গুলির রক্ষণাবেক্ষণের প্রসঙ্গ। তাই গল্পকার এই প্লটের মাধ্যমে বড়ো জনজাতীয় সত্তাকে রক্ষার আহ্বানই করেছেন।

একই আহ্বানের সুর ধ্বনিত হয়েছে গল্পকারের **সাখন্দ্রা** গল্প সংগ্রহের অন্তর্গত **বুথুয়া থুংগ্রী (ভোঁতা তরোয়াল)** গল্পে।[৬] যেখানে সাগর নামক এক শিক্ষিত যুবক পড়াশোনার পর চাকরি নাপেয়ে একসময় পাহাড়মুখী হয়ে যায় ভুটানের দিকে। সেখানেই সে খুঁজে পায় পরম শান্তি, প্রকৃতির কোলে সে নিজের আদিম জাতীয় সত্তার আত্মার সন্ধান লাভ করে, সাংগ্রিলার অলৌকিক এক গাছের শেকড় খেয়েই তার পঁচিশ বছর কেটে যায়। কিন্তু যখন সে সভূমিতে ফিরে আসে তখন সেই জাতির ভোল বদল দেখে সে আঁতকে ওঠে, আক্ষেপ হয় তার-

> "বড়োফ্রা গুবুনফৌরজৌং বিগুর খুজাগাসিনৌ দং। রাজখান্তিনি গোহোনি ফলানফ্রা বড়োফৌরনি সিমাং-হাবিলাসখৌ ফৈমাল খালামনো বড়োফৌরনি রৈখানি থাওসি ট্রাইবেল বেল্ট আরো ব্লকফ্রাও গুবুনারিফৌরখৌ গির্জাও গির্জাও সোফৈদং। বেনি জাউনাও বড়োফ্রা—জাম্বা-লল্লা বোথিসে ওংখাম, খাউখ্লাবসে সি গরদসে দৈনি থাখায় হালায়-হাফায় জানানৈ মিংমাং-সিলাফৌথার দৈয়াং-রেংমায়াও জালায়-জাখায় জাহৈনাংদং।"[৭]

(বড়োরা অন্যদের দিয়ে চামড়া ওঠাচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার শিকারীরা বড়োদের স্বপ্ন-আশাকে ভঙ্গ করার জন্য বড়োদের রক্ষা-কবচ ট্রাইবেল বেল্ট ও ব্লকগুলিতে অন্যদের জমা করে এসেছে। সেই কারণে বড়োরা—বুর্বক বড়োরা এক সময়ের খাবার, একটুকরো কাপড়, একটু জলের জন্য হাহাকার করে মিংমাং-সিলাপাথার নদী-রেংমায় জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে।)

শুধু তাই নয়-

> "বিগুর খুখাংনানৈ থুবল্লা হাখাউনায় সমাও জৌং মৈনি গোর্বোখোয়াও মৈ ফিসা গগ্লে মাসে মোনদং। ওব্লা আং সান্দোং: আথিখালনি রাজখান্থিনি দৈদেনগিরিফৌরনি ইনায় হাবিলাসনি খাজা জানানৈ বেসেবাংদি ইউন জোলেইফ্রা বিথোরাইয়াওনো লহায়লাংদং! জেরৈথিংবো গুন জানায় বড়ো হারিনি ইউন জোলেইনি ইউনখো লাথিখোনি বেহেরাও গোব্রাইহোহৈনো থাখায় গোহোখাংখুয়া, রাংখাংখুয়া, গাওজোং গাও, মোখাঙাও, হাব্রু সারফাউলায়গ্রা দুগামারা মাখাসে দৈদেনগিরিফ্রা বেসেবাংদি ফাও ফান্দায়গাসিনো দং।"[৮]

(চামড়া বের করার পর মাঝে কাটার সময় আমরা একটি হরিণের বাচ্চা পেয়েছিলাম। তখন আমি ভাবলাম-আজকালকার রাজনীতিক নেতাদের অনৈতিক আকাংক্ষার খাদ্যবস্তু হয়ে কতো ভবিষ্যতের প্রজন্ম কলিতেই শুকিয়ে গেছে! চারিদিকে সুনাম হওয়া বড়ো জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যতকে শূন্যতার খাদে ফেলে দেওয়ার জন্য ক্ষমতাখোর, টাকাখোর, নিজেরাই নিজেদের গায়ে কাদা মাখিয়ে প্রবঞ্চক কিছু নেতা কত কুকর্ম করে যাচ্ছে।)

তাই তাঁর মনে হয়েছে-

> "দা ওয়ে ইন হুইচ ইউ লিভ—নৌংসৌর দা যেরৈ থাংনানৈ দঙ বে আদব-হুদাখৌ নাগারাব্লা, গারনো নাজায়াব্লা ববেবা মনসে সমাও বড়ো হারিয়া জারিমিনজৌংনো বাওগারজাগৌন।"[৯]

লেখকের আবেগই যেন আক্ষেপের সুরে সাগরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে- নিজের শরীরের থেকেও প্রিয় বড়ো জাতি আজ ফসিলের ওপরই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

সুতরাং শেষে বলা যায় নীলকমল ব্রহ্ম একজন প্রকৃত বাস্তব সচেতন লেখক। যুগ ও সময়ের ঘটনা পরিঘটনাকে যেভাবে তিনি নিজের সাহিত্যকর্মের মাঝে তুলে ধরেছেন তেমনি আবার জনজাতীয় উপাদান ও আবেগগুলিকেও যথাযথ ভাবে নিজের গল্পের প্লটের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। স্বজাতির আবেগ আকাঙ্খাকে একজন দক্ষ লেখকের মতো উপলব্ধি করে তাকে লিপিবদ্ধ করা শ্লাঘনীয় ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র:

১। নীলকমল ব্রহ্ম, **সিলিংখার**, ওয়ার্ডস এন ওয়ার্ডস, ২০১৭, কোকরাঝার, পৃ. ২৭।
২। তদেব, পৃ. ২৯।
৩। তদেব, পৃ. ৩৯।
৪। তদেব, পৃ. ৪১।
৫। তদেব, পৃ. ৭০।
৬। নীলকমল ব্রহ্ম, **সাখন্দ্রা**, ওয়ার্ডস এন ওয়ার্ডস, ২০১৭, কোকরাঝার, পৃ. ১৪।
৭। তদেব, পৃ. ১২।
৮। তদেব, পৃ. ১২।
৯। তদেব, পৃ. ১৪।